তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৪

**নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিতে সরকার বদ্ধপরিকর**

**- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, সরকার নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিত করে মেধাবী জাতি গঠন করতে চায়। তাই নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

আজ গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে ‘কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট’ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বাজেটের এই আলোচনায় কয়েক হাজার কৃষক অংশ নেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব। কৃষি ও কৃষকদের কথা মাথায় রেখেই সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা করছে। তিনি বলেন, কৃষিকে লাভজনক করার জন্য উৎপাদন খরচ কমাতে দেশ কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়া কৃষির উন্নয়ের জন্য বাণিজ্যিকীকরণ ও কৃষির বহুমুখীকরণ গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে কৃষকরা নানা সমস্যা, সুযোগ সুবিধা ও দাবির কথা জানান মন্ত্রীকে। কৃষকরা বলেন, কৃষির সবগুলো খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করা হলে দেশের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব হবে। এ সময় জাতীয় বাজেটে শস্য বিমার আওতা বৃদ্ধি ও সুদমুক্ত ঋণের ঘোষণা চান কৃষকরা। কৃষিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে বণ্টনের সুপারিশও করেছেন তারা।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি অধ্যাপক ড. শাহজাহান, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক শাহিদা সুলতানা, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান চৌধুরী এমদাদুল হক, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী টুঙ্গীপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার জিয়ারত করেন।

#

গিয়াস/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২৩০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯৩

**দৈনন্দিন কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে**

**- পরিকল্পনা মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, আমাদের দৈনন্দিন কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে হবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, এ ভাষাই আমরা আমাদের আবেগ অনুভূতি সহজে প্রকাশ করতে পারি। তবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগের জন্য ইংরেজি ভাষা জানা দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি ।

আজ এনইসি অডিটোরিয়ামে ‘মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এক আলোচনা সভায় মন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

পরিকল্পনা সচিব মোঃ নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তৃতা করেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব আবুল মনসুর মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবর্গ ।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন ।

#

শাহেদ/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯২

**যথাযথভাবে মুজিব বর্ষ উদ্যাপন করতে**

**পৌর মেয়রদের প্রতি আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম যথাযথভাবে মুজিববর্ষ পালনে পৌর মেয়রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে পৌরসভার প্রশাসনিক এবং উন্নয়ন কাক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সংক্রান্ত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। এতে ঢাকা বিভাগের ৬৩ জন পৌর মেয়র অংশগ্রহণ করেন।

সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পৌরসভাসমূহকে যে সকল নির্দেশনা প্রদান করা হয় তা হলো সকল পৌরসভায় দৃশ্যমান এলাকায় এলইডি ডিসপ্লে স্থাপনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ছবি/ভাষণ/উক্তি/ঘটনা বছরব্যাপী প্রদর্শন করা, বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন, ওয়ার্ডগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ইনোভেটিভ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ। এছাড়া পৌরকর নির্ধারণ, পৌর কর আদায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

পৌর মেয়রগণ এসময় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা মন্ত্রীর নিকট তুলে ধরেন। মন্ত্রী তাদের কথা ও দাবি দাওয়ার বিষয়গুলো ধৈর্য্য ধরে শুনেন এবং পর্যায়ক্রমে তা সমাধানের আশ্বাস দেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ঢাকা বিভাগের পৌর মেয়ররা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০২০ঘণ্টা

Handout Number: 691

**Malaysian Minister for Human Resources calls on the Bangladesh Foreign Minister**

Dhaka, 23 February 2020:

Visiting Malaysian Minister for Human Resources M. Kula Segaran today called on the Foreign Minister Dr. A  K Abdul Momen at his Office in the Ministry of Foreign Affairs.

Dr. Momen thanked Malaysian Government for employing around 280 thousand Bangladeshi workers in Malaysia during 2017-2018 under G2G Plus process. He requested Malaysian Government to regularize the undocumented Bangladeshis staying in Malaysia as the migrant workers can immensely contribute to both local and home economies.

Foreign Minister thanked Malaysia for their continued support both internationally and regionally with reference to the Rohingya crisis. He also appreciated Malaysia’s condemnation of atrocities committed against the people of Rakhine State of Myanmar (Rohingyas) and its bold actions in support of persecuted Rohingyas. He requested Malaysia to remain proactive in the ASEAN platform to convince Myanmar for creating a conducive environment for a safe, dignified and sustainable repatriation of the Rohingyas. The Minister assured to remain engaged on the issue and continue Malaysia’s support for a durable solution to the crisis.

Dr. Momen thanked Malaysian Minister for visiting Bangladesh and expressed hope that Malaysian labor market will soon be opened for Bangladeshi migrant workers.

**#**

Tohidul/Nice/Rofiqul/Shamim/2020/1958 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৯০

**বিএআরআই উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করে**

**- কৃষিমন্ত্রী**

গোপালগঞ্জ, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) দেশের বৃহত্তম বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান দানাশস্য, কন্দাল, ডাল, তৈলবীজ, সবজি, ফল, মসলা, ফুল ইত্যাদির উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি মৃত্তিকা, শস্য ব্যবস্থাপনা, রোগ বালাই, পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, পানি, সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, খামার পদ্ধতির উন্নয়ন, শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আর্থ সামাজিক সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা করে থাকে।

আজ গোপালগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক কার্যালয়ের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। গোপালগঞ্জের এই প্রতিষ্ঠানটি এই অঞ্চলের কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যে গবেষণা চালিয়ে যাবে যাবে বলে তিনি এ সময় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরে মন্ত্রী মাঠ পরিদর্শনকালে বলেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে এনে রপ্তানিতে যেতে হবে। পুষ্টিমান সম্পন্ন জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। নতুন নতুন উন্নত ফসলের জাত উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায় দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে।

উল্লেখ্য ১শ’ ৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০ একর জায়গা নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

#

গিয়াস/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৯

**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করা হচ্ছে**

**- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, শহর এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। পরিবেশের ক্ষতি না করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তথ্য আদান প্রদান বিষয়ক এক আলোচনা সভায় মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে প্রায় ২ হাজার ডলার হয়েছে। সরকার জনগণের জন্য কাজ করছে এবং অর্থনীতিতে গতি এনেছে।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনতে হলে সবার আগে নিজেদের সচেতন হতে হবে। শুধু সরকার বা একটি রাজনৈতিক দল সবকিছু পরিবর্তন করতে পারে না। সেজন্য প্রত্যেককে নিজেদের জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। এজন্য মন্ত্রী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জাইকা ১২টি সিটি করপোরেশন ও ২টি পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে ২০১৮ থেকে ২০৩২ পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য যে মাস্টারপ্লান দিয়েছে সেটাকে সাধুবাদ জানান তিনি।

এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, জাইকা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৮

**সেবাবর্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে গ্রাহক গ্রাহক সন্তুষ্টিতে অবদান রাখুন**

**- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সেবাবর্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টিতে অবদান রাখুন। মুজিববর্ষকে বিদ্যুৎ বিভাগ সেবাবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছে। দৈনিক এক ঘণ্টা করে বেশি কাজ করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বিদ্যুৎ ভবনে ‘ডিপিডিসি’র বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রি-পেইড মিটার রিচার্জের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা আধুনিক করতে হবে। প্রি-পেইড মিটার গ্রাহক হয়রানি হ্রাস করে এবং গ্রাহকের অর্থের সাশ্রয় ঘটায়। বর্তমানে ৩ কোটি ৬২ লাখ গ্রাহকের মধ্যে মাত্র ৩৩ লাখ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের গতি বাড়ানো প্রয়োজন। ব্লকচেইন প্রযুক্তি অধিকার নিরাপদ এবং ডিজিটাল প্রতারণা রোধ করে। এসব নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে দপ্তর পরিচালনা কার্যক্রম বাড়ানো প্রয়োজন এবং প্রয়োজন হলে গ্রাহকদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবে সম্মিলিত উদ্যোগে মুজিববর্ষের প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ ও ডিপিডিসি’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ দেওয়ান বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/নাইচ/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৭

**ক্যাবল অপারেটরদের এক বছরের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যেতে হবে**

**-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘সারা দেশের টিভি ক্যাবল অপারেটরদের সিস্টেম ডিজিটালাইজড করার জন্য সর্বোচ্চ এক বছরের বেশি সময় প্রয়োজন হয় না, হওয়া উচিত নয়। ঢাকা এবং চট্টগ্রামে তার আগেই করতে হবে, সেটি কয়েক মাসের মধ্যে করা সম্ভব।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে ক্যাবল অপারেটরদের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এজন্য এক বছরের বেশি সময় লাগা সমীচীন নয়, যদিও আলোচনা করেই সময় দেব। কিন্তু, ইচ্ছা থাকলে এক বছরে মধ্যেই তা করা সম্ভব। আর যাদের ইচ্ছা থাকবে না, তারা পারবে না। তখন আমরা প্রয়োজনে নূতন কেবল অপারেটর লাইসেন্স দেবো, যারা ডিজিটালাইজড হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।’

ড. হাছান বলেন, ‘আমরা এর আগে তাদের (ক্যাবল অপারেটরদের) সাথে বৈঠক করে এবছরের ৩০ জুন ডিজিটালাইজেশনের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম । ঢাকা ও চট্টগ্রাম গত ডিসেম্বরের মধ্যেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি করা হয়নি। কেন হয়নি, সে জবাব তাদেরকেই দিতে হবে। তাগাদা দেয়া হয়েছে। অতীতে যেমন টেলিভিশনের সিরিয়াল ঠিক করতে পারেনি, পরে ঠিক করা হয়েছে। এখানেও আমরা সরকার যখন বদ্ধপরিকর, যারা পারবে তারা করবে, আর যারা পারবে না, সরকারের আদেশ মানতে ব্যর্থ হবেন তাদের ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।’

‘মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই দেশে বেসরকারিখাতে টেলিভিশন-সহ সম্প্রচার জগতের যাত্রা শুরু হয়।  গত এগারো বছরে এইখাতে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু এটির পাশাপাশি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা দরকার ছিল, বিশেষ করে টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যে শৃঙ্খলা ও ডিজিটালাইজেশন প্রয়োজন ছিল, সেটি হয়নি।’

‘প্রধানমন্ত্রী আমাকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়ার পর আমরা স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই আপনাদের সবার সহযোগিতায় সেই শৃঙ্খলা অনেকটাই ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি, এখন টিভিগুলোর সিরিয়াল ঠিক রাখার জন্য দেন দরবার করতে হয় না’ জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘কিন্তু ক্যাবল অপারেটরদের সাথে কয়েক দফা বসে তাদেরকে আমরা ডিজিটালাইজেশনের জন্য যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, তারাই বলেছিল গত বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটাল করা সম্ভবপর হবে। কিন্তু সেটি তারা করতে পারেনি। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কেবল অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটাল করা হয়েছে।’

‘দেশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিজিটাল হলেও কেবল অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটাল না হওয়ার পেছনের কারণকে ‘মানসিকতার অভাব’ বলে চিহ্নিত করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘অপারেটরদের কিন্তু এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। কিন্তু তারা সেটি মানেন না, তারা এককভাবে আবার কয়েক ক্যাবল অপারেটর যৌথভাবে অন্য এলাকায় গিয়ে সম্প্রচার করে। ফলে নানা জটিলতা এমনকি এ নিয়ে বিরোধ অনেক সময় সাংঘর্ষিক রূপও নেয়। আবার বিদেশি চ্যানেলে বিজ্ঞাপন বন্ধের আইন আমরা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারছি না ডিজিটাল পদ্ধতির অভাবে।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ৪ কোটি টেলিভিশন গ্রাহক আছে। এখান থেকে ক্যাবল অপারেটররা প্রচুর আয় করে। কিন্তু সরকারের খাতায় ট্যাক্স-ভ্যাট জমা হচ্ছে খুব কম। ডিজিটাল পদ্ধতি হলে এই ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে না। আমরা হিসাব করে দেখেছি যদি এই ক্যাবল অপারেটিং সিস্টেম ডিজিটাল  হয়, তাহলে সরকার এ খাতে ক্যাবল অপারেটরদের কাছ থেকে বছরে ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট পাবে, যেটি এখন পাচ্ছে না।’

‘এক ক্যাবল অপারেটরের সাথে আরেক কেবল অপারেটরের দ্বন্দ্ব, রশি টানাটানি এবং একইসাথে তাদের ইচ্ছমতো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফি নেয়া, তারপর নিজেরা আবার অনেক সময় টেলিভিশন চ্যানেলের মতো কাজ করা- এই বিশৃঙ্খলা এটি কোনোভাবেই সমীচীন নয়’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘আমরা কিছুটা শৃঙ্খলা আনতে সক্ষম হয়েছি, দেশ এবং জাতির স্বার্থে পুরোপুরি শৃঙ্খলা আনতে আমরা বদ্ধপরিকর। একইসাথে সরকার যাতে ট্যাক্স-ভ্যাট সঠিকভাবে পায় এবং সেটি জনগণের কাজে ব্যয় করা সম্ভবপর হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আমরা বদ্ধপরিকর।’

**#**

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/শা*মীম/২০২০/১৮৫৫ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৬

**বিএনপি জনগণের দল নয়, কাজ করে বেগম জিয়া ও তারেক রহমানের স্বার্থেই**

**-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি’র বক্তব্য শুনলে মনে হয়, দলটি জনগণের নয়, দলটি জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করে না, কাজ করে বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে। তাদের সমস্ত কথাবার্তা, আন্দোলন, মানববন্ধন বেগম খালেদা জিয়ার জামিন, স্বাস্থ্য আর মাঝে মধ্যে তারেক জিয়ার প্রসঙ্গ- এর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সুতরাং দলটি আসলে জনগণের নয়। দলটি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের।’

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে ‘বেগম জিয়ার জামিনের আবেদন’ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, ‘রায় তো কোর্টের ব্যাপার। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব আজকে মানববন্ধনে বলেছেন যে, জামিন পাওয়া বেগম খালেদা জিয়ার হক। জামিন তাকে আদালত দেবে কি দেবে না, সেটি আদালতের এখতিয়ার। এখানে সরকারের কোনো বক্তব্য নেই। তবে ইতিপূর্বে তারা নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে তারা আপিল করেছিলেন। নিম্ন আদালত বেগম খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছর শাস্তি দিয়েছিলেন, উচ্চ আদালত কিন্তু সেটি বাড়িয়ে দশ বছর করেছেন। এখন উচ্চ আদালত তাকে জামিন দেবে কি-দেবে না, সেটি উচ্চ আদালতের ব্যাপার। কয়েকটি মামলায় কিন্তু তিনি জামিনে আছেন। এখানে সরকারের কোনো কিছু করণীয় নেই।’

‘মনে রাখা প্রয়োজন, বেগম খালেদা জিয়া দুর্নীতির দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি, কিন্তু বিএনপি সে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং তারা বলার চেষ্টা করছে, বেগম খালেদা জিয়াকে আটকে রাখা হয়েছে’ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে আটকে রাখা হয়নি। কাউকে যদি রাজনৈতিক কারণে আটক করা হয়, তখন সেটাকে আটকে রাখা বলে। কিন্তু তিনি দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে শাস্তিভোগ করছেন। এখানেই বিএনপি ভুলটা করছে।’

**তথ্যমন্ত্রীর সাথে কার্টার সেন্টার প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ**

এর আগে সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রীর সাথে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা কার্টার সেন্টারের বাংলাদেশ সফররত প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। নারীদের তথ্যের অধিকার ও আইনি সহায়তাবৃদ্ধিতে সরকার গৃহীত কার্যক্রমের প্রশংসা করেন তারা। তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এ কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার কথা জানান ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

বিশ্বে শান্তি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিম্মি কার্টার প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থার আইনের শাসন বিভাগের পরিচালক (ডিরেক্টর- রুল অভ্ ল’) লরা নিউম্যান (Laura Neuman) -এর নেতৃত্বে  উর্ধ্বতন সহযোগী পরিচালক গ্যাবি সলটেরো (Gabe Soltero), সহযোগী পরিচালক ক্যারি ম্যাকি (Kari Mackey) ও বাংলাদেশে কার্টার সেন্টারের চিফ অভ্ পার্টি সুমনা এস মাহমুদ বৈঠকে যোগ দেন।

**#**

আকরাম/ফারহানা/মোশারফ/শা*মীম/২০২০/১৮৫২ ঘণ্টা*

*তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৫*

***গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না***

***- পরিবেশ মন্ত্রী***

*মৌলভীবাজার, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :*

*পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, সরকার দেশের প্রতিটি গ্রামে শহরের সকল সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনে পরিকল্পনামতো কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনা সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ এবং তখন শহর ও গ্রামের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকবে না।*

*আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ কোটি ৪ লাখ টাকা ব্যয়ে বিদ্যুৎ সংযোগহীন এলাকায় আর্থিকভাবে অসচ্ছল জনগণের মাঝে ৭ শত ৭টি হোম সোলার প্যানেল ও ২১টি স্ট্রিট লাইট বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।*

*বড়লেখা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম আল ইমরানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সোলার প্যানেল বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, ভাইস-চেয়ারম্যান মোঃ তাজ উদ্দিন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার উদ্দিন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইয়াছিনুল হক এবং বড়লেখা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ উবায়েদ উল্লাহ খান প্রমুখ।*

*এর পূর্বে পরিবেশ মন্ত্রী বড়লেখা উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানর ম্যূরাল উদ্বোধন করেন। এছাড়াও সকালে তিনি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বড়লেখা উপজেলার টেকাহালী উচ্চ বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও সোনাতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ধামাই নদীর পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করেন।*

*#*

*দীপংকর/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৫৫ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৪

**এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নে ওয়ার্কিং কমিটিসমূহ চূড়ান্ত**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, সারা দেশের ৭৮ লাখ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তারা নিজেদের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে অন্যের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। এ খাতের উদ্যোক্তারা শতভাগ সততার সাথে কাজ করছে। তাদের জন্য ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা হলে দেশের অর্থনীতিতে এসএমই খাত আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবে উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী ব্যাংকগুলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের স্বার্থ বিবেচনার আহ্বান জানান।

আজ ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্স কমিটির সভায় সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার-সহ কমিটির সদস্যরা সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় এসএমই শিল্পের উন্নয়নে শিল্প সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত সভায় গৃহীত ১১টি স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং এসকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নীতিমালার অধীনে ওয়ার্কিং কমিটিসমূহ চূড়ান্ত করেছে জাতীয় এসএমই উন্নয়ন পরিষদ। এ সময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তারা যাতে সহজে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে পারেন সেজন্য ঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ না রেখে সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গ্রামকে শহরে পরিণত করতে স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সেখানে অবস্থিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর জন্য পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ পরিশোধের হার শতভাগ উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা হলে ব্যাংকগুলো বেশি লাভবান হবে।

সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস এম মনিরুজ্জামান-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

**#**

মাসুম/ফারহানা/সঞ্জীব/শা*মীম/২০২০/১৯১৩ ঘণ্টা*

*তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮৩*

***সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চারটি সেবার ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন***

*ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :*

*সেবার মানোন্নয়ন, দ্রুততম সময়ে সেবা নিশ্চিতকরণ, গতিশীলতা আনয়ন সর্বোপরি সরকারি সেবা ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর-সংস্থার চারটি সেবার ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।*

*সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।*

*সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ মুরাদ হাসান।*

*ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরিত চারটি সেবা হলো- সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বিদেশি শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বা সাংস্কৃতিক দলের অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান; গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর হতে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের সদস্য ফরম সংগ্রহ; শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জাতীয় জাদুঘর পরিদর্শনের জন্য ছাত্র-ছাত্রী, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের আবেদন এবং প্রত্নতত্ত¦ অধিদপ্তরের প্রত্নতত্ত¦ সাইটে শ্যুটিং করার আবেদন। এর ফলে এসব সেবা প্রাপ্তির জন্য প্যাড বা সাদা কাগজে আবেদনের পরিবর্তে সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।*

*সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু চারটি সেবা নয়, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে দর্শনার্থী প্রবেশের ক্ষেত্রেও অনলাইন সেবা তথা ই-টিকেটিংয়ের আওতায় নিয়ে আসা হবে। এসব ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেবা ও সার্বিক কার্যক্রম আগের চেয়ে আরো বেগবান ও গতিশীল হবে।*

*তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মূল রূপকার। তাঁর নেতৃত্বে ২০২১ সালের আগেই ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি বলেন, তথ্য ও সংস্কৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। অতীতে দু’টি মন্ত্রণালয় একই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ছিল। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান তিনি।*

*#*

*ফয়সল/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৪০ঘণ্টা*

*তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮২*

***সরকার প্রতিটি গ্রামকে শহরে উন্নীত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে***

***- কৃষিমন্ত্রী***

*ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :*

*কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে বলেই এই খাতের সাফল্যতা দৃশ্যমান। উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি-সহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আধুনিক শহরের সব সুবিধাদি দেওয়ার মাধ্যমে বর্তমান সরকার প্রতিটি গ্রামকে শহরে উন্নীত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।*

*আজ মন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।*

*মন্ত্রী বলেন, শিল্প কারখানা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে যেখানে কৃষির বড় ভূমিকা থাকবে। সবুজ বিপ্লবকে বেগবান করতে হবে। নতুন উদ্ভাবিত সরিষা ও ধানের জাত দিয়ে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সবাইকে মাঠে যেতে হবে, কৃষকের সাথে কথা বলতে হবে।*

*এপিএ সফলভাবে বাস্তবায়নে যারা সফল হয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানান মন্ত্রী। এবারে এপিএ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রথম স্থান, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) ২য় এবং তুলা উন্নয়ন বোর্ড (সিডিবি) ৩য় স্থান অর্জন করে। পরে মন্ত্রণালয়ের এপিএ টিমকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।*

*কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চলনা করেন। অনষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও দপ্তর সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।*

*#*

*গিয়াস/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮১

**অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে**

**-ভূমিমন্ত্রী**

কক্সবাজার, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের অর্থ আরো স্বচ্ছতার সাথে দেওয়া যাবে।

আজ কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ রাজস্ব সংক্রান্ত মাসিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। তিনি জানান, তবে এখনও ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনিয়মের অভিযোগ আসছে যা খুবই দুঃখজনক; সরকার এসব ব্যাপার খুব কঠোর হস্তে দমন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ৮ ধারার নোটিশের পর ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করে দেওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের আবারও নির্দেশ দেন।

রাজস্ব সভার আগে ভূমিমন্ত্রী একই সম্মেলনক্ষে অনুষ্ঠিত জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বিশেষ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বিশেষ সভায় ভূমিমন্ত্রী বলেন, তাঁর কাছে অনেক অভিযোগ আসছে যে বাংলাদেশ থেকে এ দেশের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বিদেশে অবৈধভাবে গমন করা কিছু কিছু মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিক প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এছাড়া, জেলখানায় বাংলাদেশি নাগরিক ও বাস্ত্যুচ্যুত মিয়ানমারের রোহিঙ্গা নাগরিকদের আলাদা সেলে রাখার মন্ত্রী মত প্রকাশ করেন - বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা এড়ানোর জন্য।

কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসক মোঃ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা দু’টিতে আরো উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজারের স্থানীয় সংসদ সদস্য জাফর আলম, আশেক উল্লাহ রফিক এবং সাইমুম সরওয়ার কমল। কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সিরাজুল মোস্তফা-সহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

**#**

নাহিয়ান/ফারহানা/সঞ্জীব/শা*মীম/২০২০/১৮৪৮ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৮০

**বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় শিল্প সংরক্ষণে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে**

**-বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশের ঐতিহ্যময় শিল্প সংরক্ষণে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ বয়ন শিল্পের সম্মানজনক ইতিহাস রয়েছে। মসলিনের হাত ধরে জামদানি এখন সারা বিশ্বে সমাদৃত। বাংলাদেশের খাদি, সিল্ক, জামদানি, মিরপুরী বেনারসি, তাঁতের কাপড় ইত্যাদিতে যে শিল্প রয়েছে তার প্রসার ও সংরক্ষণে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল ঢাকার ভাটারাতে ৪র্থ ‘ইন্টারন্যাশনাল উইভার্স্ ফেস্টিভ্যাল-২০২০’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন।

নসরুল হামিদ বলেন, আমাদের শিল্পীদের নকশা-শিল্পকর্ম বংশানুক্রমিক চিন্তা-চেতনার ফল। মননশীল এই চিন্তা-চেতনাই শিল্প হয়ে উঠে। বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের ঐতিহ্যের জন্যই তৈরি পোশাক খাতের অর্জন লক্ষণীয়। এ সময় তিনি বলেন, লুক্সেমবার্গে নৌকা নিয়ে মিউজিয়াম রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের নৌকাও রয়েছে। বাংলাদেশের নানান স্থানে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে-যার কিছু কিছু সঠিক পরিকল্পনা ও পৃষ্ঠপোষকতার ঘাটতিতে বিলুপ্ত হতে বসেছে। এই শিল্পকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে ফেস্টিভ্যাল আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান তুতলী রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মাঝে স্পেনের ডেপুটি হেড অভ্ মিশন মিজ ইমিলিয়া সেলেমিন রিদোন্দো (ঊসরষরধ ঈবষবসরহ জবফড়হফড়) বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলোকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে তাঁতি ও শিল্পীদের উন্নতি কল্পে উইভার্স্ ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয়।

#

আসলাম/ফারহানা/মোশারফ/জয়নুল/২০২০/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৯

**পায়রা বন্দরের জন্য দু’টি পাইলট ভেসেল হস্তান্তর**

খুলনা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

সমুদ্র উপকূলে বন্দর ও পোতাশ্রয় সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘসময় ধরে পাইলটিং কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে পায়রা বন্দরের জন্য দু’টি পাইলট ভেসেল নির্মাণ করেছে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড। শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ পাইলট ভেসেল তেঁতুলিয়া-১ ও তেঁতুলিয়া-২ আজ হস্তান্তর করেন।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী খুলনা শিপইয়ার্ডে পাইলট ভেসেল হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে ১৯৯৯ সালে খুলনা শিপইয়ার্ডকে নৌবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তখন অনেকে সমালোচনা করেছিলেন। আজকের বাস্তবতায় প্রধানমন্ত্রীর সে সিদ্ধান্ত সত্য প্রমাণিত হয়েছে। খুলনা শিপইয়ার্ড আজকে জাতীয় গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের সুনাম বয়ে আনছে।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, জাতীয় অর্থনীতিতে সুনীল অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অপরিসীম। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমুদ্র জয় করেছি। সরকার সমুদ্র ও নদীকেন্দ্রিক অর্থনীতিকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছে। এ অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করতে সরকার পায়রা, মাতারবাড়ীর মতো নতুন সমুদ্র বন্দর গড়ে তুলছে এবং মোংলা বন্দর-সহ অন্য বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন করছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনীর খুলনা নৌ অঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মূসা, মোংলা বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস এম আবুল কালাম আজাদ, পায়রা বন্দরের চেয়ারম্যান কমডোর এম জাহাঙ্গীর আলম ও খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন সাজেদুল করিম প্রমুখ।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬৭৮

**আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি-২১ মার্চ হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন**

**ঢাকা,**  **(১২ ফেব্রুয়ারি) :**

**হাম নির্মূল ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার ৯ মাস থেকে ১০ বছরের নিচের সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদানের উদ্দেশ্যে আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি-২১ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ (১৬ ফাল্গুন-৭ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ) ৩ সপ্তাহব্যাপী ‘হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২০’ পরিচালনা করবে। উক্ত ক্যাম্পেইন চলাকালে সারাদেশে ৯ মাস থেকে ১০ বছরের নিচের প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদান করা হবে।**

**সারাদেশে শিশুদের মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের হার কমিয়ে আনাই ইপিআই (সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি) এর মূল লক্ষ্য। ইপিআই-এর অন্যান্য লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ২০২২ সাল নাগাদ জাতীয় পর্যায়ে হাম-রুবেলা (এমআর) টিকার কাভারেজ শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ এবং ২০২৩ সাল নাগার হাম ও রুবেলা অর্জন অন্যতম। হাম-রুবেলা রোগ এবং জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পাবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো সঠিক সময়ে শিশুকে হাম-রুবেলার (এমআর) টিকা প্রদান করা। নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে ৯ মাস ও ১৫ মাস বয়সে শিশুদেরকে মোট ২ ডোজ এমআর টিকা প্রদান করা হয়ে থাকে।**

**#**

আসাদুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/*শামীম/২০২০/১৬২১ ঘণ্টা*

তথ্যববিরণী নম্বর : ৬৭৭

**বান্দরবানের জামছড়িতে হত্যার ঘটনায় পার্বত্য মন্ত্রীর নিন্দা**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

বান্দরবানের জামছড়ি মুখ পাড়ায় বর্বরোচিত হামলায় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি বানচু মারমা হত্যা ও ৬ জনের হতাহত ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও এ ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি ও চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে শান্তি ও উন্নয়ন বিরোধী অপশক্তি এ ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

হামলা ও হত্যাকান্ডে কারা জড়িত তা তদন্ত সাপেক্ষ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য এলাকায় শান্তি-শৃংখলা ও উন্নয়নের ধারা চলমান রাখার স্বার্থে অবিলম্বে এসব সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত ও আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, কতিপয় সন্ত্রাসী ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ি, বাঙালী তথা আপামর জনগোষ্ঠী শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পক্ষে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর পশ্চাৎপদ এ অঞ্চলে যেভাবে উন্নয়নের ধারা সূচিত হয়েছে তা নস্যাৎ করতে ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর রয়েছে।

বীর বাহাদুর আরো বলেন, অস্ত্রবাজির মাধ্যমে শান্তি ও উন্নয়নের স্বপক্ষশক্তি আওয়ামী লীগের নেতাকমীদের দমন ও সাধারণ জনগণকে আতংকিত করে উন্নয়নের ধারা ব্যাহত করার হীন উদ্দেশ্য কোনদিন সফল হবেনা।

#

নাছির/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫১০ ঘণ্টা

Handout Number: 676

**Angelina Jolie applauded Bangladesh’s leadership role in the Rohingya Crisis**

Dhaka,  23 February 2020:

The Special Envoy of the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) Angelina Jolie recently wrote a letter to Prime Minister Sheikh Hasina highly praising Bangladesh for the generosity and the leadership demonstrated in the Rohingya crisis. She appreciated Bangladesh for giving shelter to the Rohingyas and ensuring their safety and security.

The Special Envoy mentioned the UNHCR would continue its efforts to engage with Myanmar to create suitable conditions for the sustainable return of the Rohingyas. She hoped Bangladesh’s initiatives for the Rohingyas would help to get better funding for the 2020 Joint Response Plan for the Rohingya Humanitarian Crisis which would be launched in March 2020.

Jolie committed to continue her advocacy for the humanitarian response for the Rohingyas and expressed gratefulness to the people of Bangladesh for all kinds of support.

#

Tohidul/Anasuya/Zulfikar/Rezzakul/Shamim/2020/1453 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬৭৫

**ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান**

**ডিসেম্বরের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত**

ঢাকা, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। এ লক্ষ্যে জুনের মধ্যে কর্মপরিকল্পনার খসড়া শেষে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে। দেশের শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকলখাতে কাঙ্খিত পরিমাণ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ১০ বছর মেয়াদী ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন শুরু হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটির ১৯তম সভায় আজ এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম এতে সভাপতিত্ব করেন।

সভায় রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ সময় জানানো হয়, মেটেরিয়াল ফ্লো কস্ট একাউন্টিং পদ্ধতি প্রয়োগ করে মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজশাহী, নাটোর ও নর্থবেঙ্গল সুগার মিলের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জাপানভিত্তিক এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশনের কারিগরি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষা চালিয়েছেন। চার ধাপে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে চিনিকলের উপজাত পুনরায় ব্যবহার, উৎপাদন খরচ সাশ্রয় এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হবে। পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রায়ত্ত অন্য ১২টি চিনিকলেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে।

সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এনপিও'র উৎপাদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের উৎপাদনশীলতা বিষয়ে সচেতন করতে এনপিওকে নির্দেশ দেয়া হয়। পাশাপাশি ‘ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' এর জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়াতে ভবিষ্যতে জেলা পর্যায়ে আবেদন প্রেরণ ও সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও নির্দেশ দেয়া হয়।

সভায় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব লুৎফুন নাহার বেগম, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ রইছ উদ্দিন, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের (বিএসএফআইসি) চেয়ারম্যান সনৎ কুমার সাহা, এনপিও'র পরিচালক নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দার, বিসিআইসি'র পরিচালক মোঃ শাহীন কামাল, নাসিব সভাপতি মির্জা নুরুল গণি সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

#

জলিল/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৩০১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৬৭৪

**দেশ গঠনে স্কাউটরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে**

-ভূমিমন্ত্রী

কক্সবাজার, ১০ ফাল্গুন (২৩ ফেব্রুয়ারি) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ গড়তে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, যা সারা পৃথিবীতে এখন অনুকরণীয়। এই অগ্রযাত্রায় স্কাউটরাও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

মন্ত্রী গতকাল কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে '২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্প'-এর মহা তাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, 'উন্নয়নে এগিয়ে' এই প্রতিপাদ্যে স্কাউটদের এই ক্যাম্প-এর অর্জন হবে আদর্শ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরির পাথেয়। মুজিববর্ষে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে স্কাউটদের আহ্বান জানান তিনি। ‘ভূমি সেবা সপ্তাহ এবং ভূমি উন্নয়ন কর মেলা, ২০১৯'-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে বাংলাদেশের স্কাউটদের অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে ভূমিমন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতেও স্কাউটদের এভাবে দেশের সেবায় নিবেদিত থাকতে হবে।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার   
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পের সভাপতি ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী।

উল্লেখ্য, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ থেকে শুরু হওয়া ২য় জাতীয় কমিউনিটি বেইজড স্কাউট ক্যাম্পে বাংলাদেশ ছাড়াও যুক্তরাজ্য, নেপাল ও ভারতের স্কাউটরা অংশগ্রহণ করে।

#

নাহিয়ান/অনসূয়া/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১১.৫৪ ঘণ্টা